কালের কণ্ঠ

তারিখ: 04 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৫

ড. মো. একরাম হোসেন ও ড. সুলতান মাহমুদ রানা ▶

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও মেধাবীদের বিড়ম্বনা

বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে শিক্ষার্থীদের ফল অনেকটাই সন্তোষজনক। বিভিন্ন স্তরের ফলেই চোখে পড়ে শিক্ষার্থীদের অভাবনীয় সফলতা। ইতিমধ্যে নতুন বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের বই হাতে পাওয়ার বিষয়টিও শিক্ষা কাঠামোয় নতুন সংযোজন। এতদসত্ত্বেও প্রায়ই একটি বিষয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মনে হতাশার জন্ম দেয়। তা হলো বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষাসহ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা। এ বিষয় নিঃসন্দেহে মেধাবীদের জন্য উদ্বেগজনক। সম্প্রতি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়সহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকৃত মেধার মূল্যায়নে সৃষ্টি হয়েছে বিড়ম্বনা। এমন ঘটনায় কিছু শিক্ষার্থী কিংবা চাকরিপ্রত্যাশী অন্যায্য সুবিধা পেলেও বঞ্চিত হচ্ছে প্রকৃত মেধাবীরা। সেই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গোটা জাতি এবং জাতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। 'প্রশ্নপত্র ফাঁস' ইস্যুটি পিএসসি, জেএসসি, জেডিসি, এসএসসি, এইচএসসি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যাচ্ছে। এমনকি বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রেও প্রায়ই 'ফাঁস' হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু কেন, কিভাবে হয় এই প্রশ্নপত্র জালিয়াতি? এর কি কোনো প্রতিকার নেই? শিক্ষার্থীদের মেধাশূন্য করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কারা?

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা পর্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এবার সারা দেশে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। প্রথম পরীক্ষা থেকেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবরটি দেশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় একযোগে ছোটদের পরীক্ষায় বড় দুর্নীতি শীর্ষক প্রতিবেদনে তিনটি পরীক্ষায় 'ফাঁস' হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মূল প্রশ্নের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত মিলে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। পরীক্ষার্থীদের হাতে হাতে প্রাথমিক সমাপনীর ইংরেজি প্রশ্নপত্র পাওয়া যায় বলেও বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়। আরো কিছু সংবাদে উল্লেখ করা হয়, '...রাজধানীর নীলক্ষেত, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ভিকারুননিসা নূন স্কুলসংলগ্ন বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ইংরেজি প্রশ্ন পাওয়া যাচ্ছে।' আবার জেএসসির প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছে ত্রিশালে এবং ৫০০ থেকে এক হাজার টাকায় তা কেনাবেচা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় একজন অভিভাবক মিডিয়ার সামনে উল্লেখ করেন, 'প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় আমি লজ্জাবোধ করছি। তবু ৫০০ টাকায় এক সেট প্রশ্নপত্র কিনেছি। উপায় নেই, ছেলের রেজাল্ট ভালো করাতে হবে।' তবে আশ্বাসের বিষয় এই যে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত কিছু অসাধু ব্যক্তিকে পুলিশ আটকও করে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তবে কয়েকটি তদন্ত কমিটি এসব ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেও অনেক ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা বাতিল কিংবা পরে পরীক্ষা নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

> অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করলেও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ-হয় না। এতে ক্ষেত্র যত বিস্তার লাভ করে, শৃঙ্খলা তত হারিয়ে যায়। ফলে অপরাধপ্রবণ অসাধু ব্যক্তির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়

এ বিষয়গুলো মেধাবীদের জন্য কোনোভাবেই কল্যাণকর নয়। কারণ যেকোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি মেধাবীদের মনোবল নষ্ট করে এবং পরীক্ষা পদ্ধতির ওপর তাদের বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনাও মেধাবীদের জন্য বিড়ম্বনা। নিয়োগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে এর পরিমাণ আরো অনেক বেশি। এ ক্ষেত্রে দু-একটি উদাহরণ তুলে ধরলেই বিষয়টি পাঠকের কাছে পরিষ্কার হবে। যেমন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সত্যতা পাওয়ায় অগ্রণী ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল। আবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পাওয়ায় ১৭ জেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল। এ ধরনের কার্যক্রম অনবরত চলতে থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোথায় দাঁড়াবে? কাজেই এসব কর্মকাণ্ড সবাই মিলে প্রতিরোধ করতে হবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো সুচিন্তিতভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ছাপা ও বিতরণ প্রভৃতি প্রতিটি পর্যায়েই 'ফাঁস' হওয়ার সুযোগ রয়েছে বিধায় তা সতর্ক অবস্থানের নিমিত্তে এসব দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত করতে হবে (যাঁদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সততার নজির রয়েছে)। দ্বিতীয়ত, প্রশ্নপত্র ছাপা ও সরবরাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মোবাইল ফোনসহ যেকোনো ডিভাইস ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। তৃতীয়ত, যেকোনো পরীক্ষায় একাধিক বিকল্প প্রশ্নপত্র প্রস্তুত রাখতে হবে, যাতে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। চতুর্থত, দেশব্যাপী অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার প্রবণতা রোধ করতে হবে। কারণ একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা গ্রহণের অনেক আগেই প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়ে থাকে। ফলে কঠোর গোপনীয়তা ও নিরাপত্তাধীন প্রশ্নপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব থাকলেও কোনো স্থানে এর ব্যত্যয় ঘটলে তা ফাঁস হওয়ার সুযোগ থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করলেও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ হয় না। এতে ক্ষেত্র যত বিস্তার লাভ করে, শৃঙ্খলা তত হারিয়ে যায়। ফলে অপরাধপ্রবণ অসাধু ব্যক্তির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কাজেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধের মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সবাইকে সচেতন হতে হবে। তাহলেই রক্ষিত হবে মেধা ও শিক্ষার সুবিন্যস্ত ধারাবাহিকতা।

লেখকদ্বয় : সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়